বিমল করের

# বধূ বরণ

চিত্রনাট্য • সংগীত • পরিচালনা • পার্থপ্রতিম চৌধুরী

মন্তাজ ফিল্মস ( ১৯৭৩ ) নিবেদিত

বিমল করের উপন্যাস

# যদুবংশ

প্রযোজনা : **পার্থপ্রতিম চৌধুরী**। সংলাপ : **বিমল কর ও পার্থপ্রতিম চৌধুরী**

চিত্রনাট্য সংগীত ও পরিচালনা : **পার্থপ্রতিম চৌধুরী**

চিত্রগ্রহণ : কৃষ্ণ চক্রবর্তী॥ সহকারী : অনিল ঘোষ॥ চিত্রগ্রহণ বহির্দৃশ্যে : কানাই দাস॥ সম্পাদনা : প্রশান্ত দে॥ সহকারী : তাপস মুখোপাধ্যায়॥ শিল্পনির্দ্দেশনা : গৌর পোদ্দার॥ সহকারী : শচীন মুখোপাধ্যায়॥ প্রচার পরিকল্পনা : রঞ্জিৎ কুমার মিত্র॥ সহকারী : শান্তি দাশগুপ্ত॥ শব্দগ্রহণ : অন্তর্দৃশ্যে বাণী দত্ত॥ সহকারী : ইন্দু অধিকারী॥ বহির্দৃশ্যে : অনিল তালুকদার॥ শব্দপুনর্যোজনা : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়॥ সহকারী : ভোলা সরকার, রবীন॥ বুমম্যান : পাঁচু হাজরা॥ অপটিক্যালস্ : রাওকো, বম্বে॥ মেক-আপ : ভীম নস্কর॥ সহকারী : বিজয় নন্দন॥ ব্যবস্থাপনা : বীরেন মুখোপাধ্যায়॥ সহকারী : দেবু হালদার, সুনীল, নিমাই, বলাই মামা, বাচ্চু॥ কষ্টিউমস্ : বুলবুল চৌধুরী॥ হিসেব : অনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়॥ পরিচয়লিপি : নিতাই বসু॥ স্থিরচিত্র : এড্না লরেঞ্জ। সহকারী পরিচালনায় : সিদ্ধার্থ দত্ত, বাপী বন্দ্যোপাধ্যায়, উদয় ভট্টাচার্য্য, বিজন চট্টোপাধ্যায়॥ রবীন্দ্রসঙ্গীত : বিশ্বভারতীর সৌজন্যে : কণ্ঠশিল্পী : অনুপ ঘোষাল এবং অতুল প্রসাদের গান আদি ব্রাহ্মসমাজের সৌজন্যে॥ কণ্ঠশিল্পী : প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়॥ ॥ ক্যালকাটা মুভীটোন ষ্টুডিওতে অন্তর্দৃশ্য গৃহীত এবং আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটীত॥ সহকারী সঙ্গীত : অলোকনাথ দে॥ নেপথ্য কণ্ঠ সঙ্গীতে : অমিয় মিত্র, ফাল্গুনী চক্রবর্তী, সমর মুখার্জী, শিবানী মিত্র, সোনালী মিত্র, ভারতী দাস, সমীর বিশ্বাস।

রসায়ণশিল্পে : অবনী রায়, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণী সরকার, বীরেন গুহ, অবনী মজুমদার॥ আলোক সম্পাতে : হরেন গাঙ্গুলী, সুধীর সরকার, অভিমন্যু দাস, অবনী নস্কর, সুদর্শন দাস, দিলীপ ব্যানার্জী, খাঁদু পাত্র।

## : কৃতজ্ঞতাস্বীকার :

সঞ্জয় সেন, আশীষ রায়, স্বপন পাঁজা, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ( নান্দীকার ), হাসি রায়, রাম রায়, দোলন সেন, অজয় সেন, অপর্ণা সেন, শর্মিলা ঠাকুর, রবি ঘোষ, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বাসু ভট্টাচার্য্য, মনোবীণা রায়, অরুণ সেনগুপ্ত, ফিল্মালয়, সুন্দরম্, তারকনাথ দে, অজিত রক্ষিত ( চন্দনগর ), অমল মুখোপাধ্যায় ( বরাহনগর ), গ্যালাক্সি ফুটওয়ার কোং॥ ফ্রেন্ড ইঞ্জীনিয়ারিং ওয়ার্কস, **নির্মল দাওয়ার,** কমল কৃষ্ণ দত্ত, জ্যোতির্ময়ী চৌধুরী, মুরারী রায়, **শৈলেন ঘোষ ( ঘোষ বাবু ),** এবং এ ছবির কলাকুশলীবৃন্দ।

## : চরিত্রায়ণে :

**অচেনা মুখ :** অশোক চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ দত্ত, বাপী বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলা সরকার, বুলা সেনগুপ্ত, রাণী চক্রবর্তী, লীনা দাস, ভবরূপ ভট্টাচার্য্য, গৌর পোদ্দার, বিজন চট্টোপাধ্যায় উদয় ভট্টাচার্য্য এবং মাষ্টার ইন্দ্রজিৎ।

**চেনা মুখ :** সন্তোষ দত্ত, গীতা প্রধান, দুলাল ঘোষ, মিহির পাল, যোগেশ সাধু, মন্মথ মুখোপাধ্যায়, পারুলবালা দে, আলপনা, রুবী মিত্র, পিন্‌কি, সৌমিত্র, রবি ঘোষ, নন্দিতা ঠাকুর ও **শর্মিলা ঠাকুর. অপর্ণা সেন, অপর্ণা সেন, ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়, এবং উত্তমকুমার।**

**পরিবেশনায় : দাওয়ার পিকচার্স এণ্ড ডিষ্ট্রিবিউটার্স**

# যদুবংশ সম্পর্কে বিমল কর

পার্থপ্রতিম চৌধুরীর ছবি 'যদুবংশ' দেখেছি। আমি সমালোচক নই, অন্তত সিনেমার; আমার মতামত বিশেষজ্ঞের নয়, সাধারণ দর্শকের।

'যদুবংশ' দেখার পর আমি বিচলিত বোধ করেছি। এর কারণ এই নয় যে, ওই ছবির কাহিনী আমার লেখা; লেখার মধ্যে যা ছিল অপ্রত্যক্ষ, ছবিতে তা প্রত্যক্ষ করলাম। এমন উগ্র মেজাজের ছবি আমাদের বাংলা দেশে করা হয় না, এত উচ্চস্বর, ক্রুদ্ধ ছবিই বা কোথায়? অথচ আজ আমরা এমন একটা পরিবেশের মধ্যে বেঁচে আছি যা দেখলে মনে হয়, চারদিকেই এক অসুস্থ, বিকৃত, হিংস্র এবং প্রায় উন্মত্ত অবস্থা বিরাজ করছে। ছবিতে পার্থপ্রতিম দুঃসাহসের সঙ্গে এই পরিবেশ এবং আবহাওয়া সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। শুধু পরিবেশ নয়, প্রত্যেকটি চরিত্র এবং খুঁটিনাটির মধ্যে তিনি বার বার এখনকার সামাজিক অবক্ষয়, তার দৈন্য, তার শূণ্যতা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। অত্যন্ত সৎ এবং আবেগময় না হলে এমন বিষয়কে ছবিতে তুলে ধরার চেষ্টা করা যায় না। পার্থপ্রতিম, আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং সচেতনভাবে সে চেষ্টা করেছেন এবং সফল হয়েছেন। তাঁর দক্ষতা সামান্য নয়, চরিত্রগুলিকে সজীব এবং স্বাভাবিক রেখেই তিনি নাটকীয় উদ্বেগ ও আবেগ সৃষ্টি করতে পেরেছেন, ছবিগুলির মধ্যে প্রয়োজনীয় তাৎপর্য যোগ করতে সক্ষম হয়েছেন। এ ছবির বৈশিষ্ট্য লক্ষ করার মতন নজর আশা করি কিছু দর্শকের থাকবে। প্রচলিত ছবির রীতি, নীতি, গড়ন প্রায় সবই তিনি ভেঙে নিজের বিশ্বাস ও ধারণা মতন এই ছবিটি করেছেন! জানি না, দর্শক তাঁর ছবিটি কী ভাবে নেবেন, তবে সাধারণের যদি ভাল লাগে তবে পার্থপ্রতিমের মতন আমিও খুশী হব।

# যদুবংশ সম্পর্কে পার্থপ্রতিম চৌধুরী

একটি ছবি, সৎ সুস্থ বলিষ্ঠ এবং আপোষহীন ছবি করার জন্যে এ দেশে সংগ্রাম সাধনা আর উপেক্ষার বহু ইতিহাসই আছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহে আরামকেদারায় বসে অবসর চিত্তবিনোদনের ইচ্ছে মাথায় নিয়ে আপনারা তার কতটুকুই বা জানেন! 'যদুবংশ' তৈরী করার বাসনা এবং সেই অনুসারে তার সমস্ত পরিকল্পনা করা হয়েছিল আজ থেকে পাঁচ বছর আগে। বছর খানেক কাটলো বিভিন্ন প্রযোজকদের খেয়ালখুশীর আবর্তে। আর বছর দুই সরকারী সাহায্য অর্থাৎ এক, এফ, সি.র আশায়। সেদিক থেকে নিরাশার পর তিনবছর পরে সুযোগ এল। বাকি দু' বছরে ছবি তৈরী শেষ হলো আমাদের বর্তমান পরিবেশকের অকৃত্রিম ও আন্তরিক সহায়তায়, শিল্পী ও সতীর্থ কলাকুশলীদের প্রতিমুহূর্তের ত্যাগস্বীকারে।

এই পাঁচবছরে সমাজের নানা পরিবর্তন, তবু যদুবংশের যুগ আজও শেষ হয়নি বলেই আমার বিশ্বাস।

হারিয়ে যাওয়া পঞ্চপ্রদীপের মঙ্গলালোক আজও আমরা খুঁজছি। এই ছবিতে তাই কোনো গল্প নেই। আছে কিছু মানুষ। জীবনের কিছু রৌদ্রছায়া। কিছু অচলায়তন।

সূর্য কৃপা বুললি অভয় গননাথ তাই সাম্প্রত সময়ের প্রচ্ছদপটের মুখ আর আমরাও তাদের মুখোশ।

গল্প যা, তা ছবিতে জীবন পেয়েছে কিনা, সেটা আপনাদের বিচার্য।

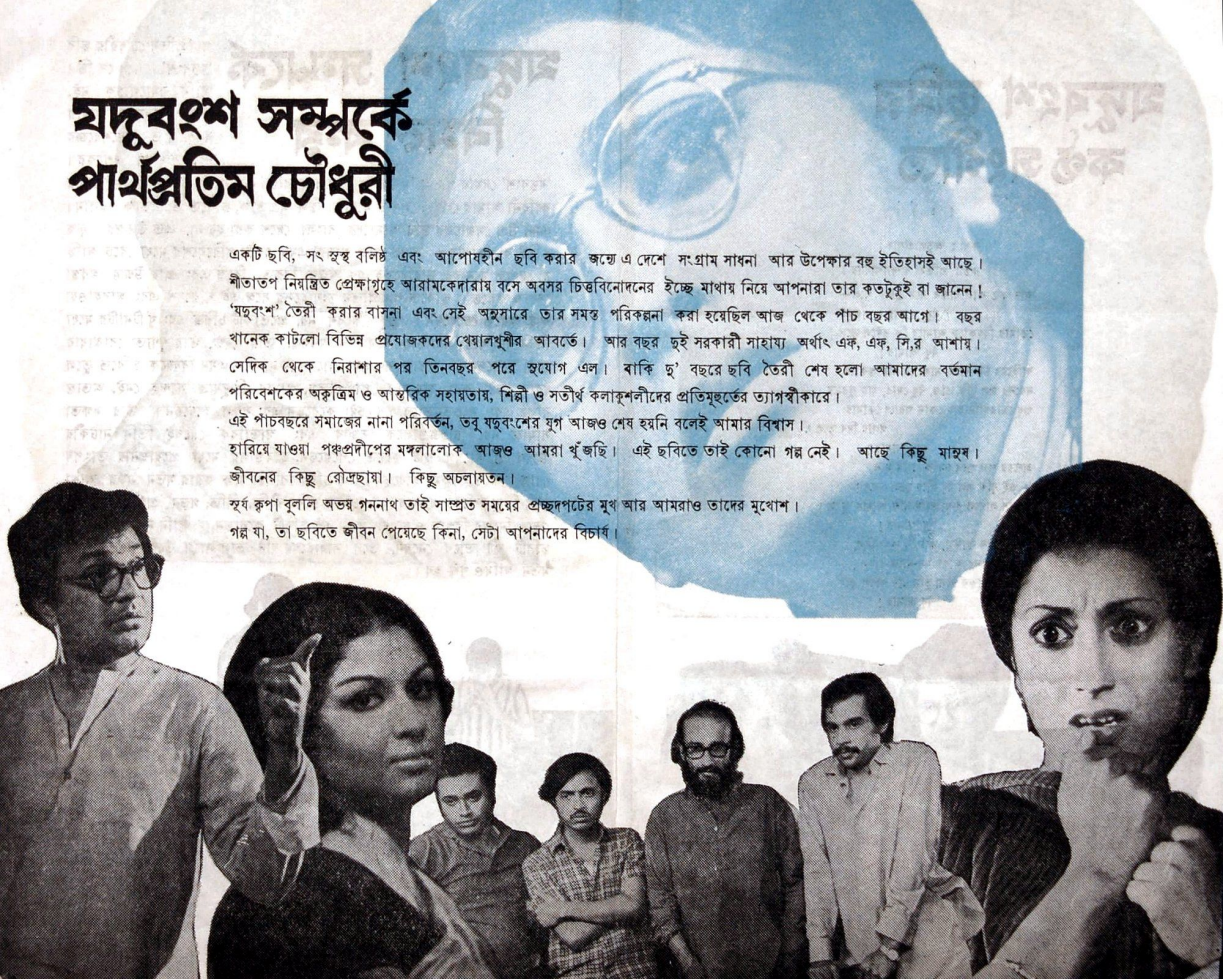

# যদুবংশ ছবির কণ্ঠ সংগীতে

( ১ )

কথা : অতুল প্রসাদ।
কণ্ঠ : প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আর কত কাল থাকব বসে দুয়ার খুলে—
বঁধু আমার !
তোমার বিষকাজে আমারে কি রইলে ভুলে ?
বঁধু আমার !
বাহিরের উষ্ণ বায়ে, মালা যে যায় শুকায়ে
নয়নের জল বুঝি তাও, বঁধু মোর, যায় ফুরায়ে।
শুধু ডোরখানি হায় কোন পরাণে তোমার
গলায় দিব তুলে ?
বঁধু আমার !
হৃদয়ের শব্দ শুনে চমকি ভাবি মনে,
ওই বুঝি এল বঁধু ধীরে মৃদুল চরণে !
পরাণে লাগলে ব্যথা ভাবি বুঝি আমায় ছুঁলে !
বঁধু আমার !
বিরহে দিন কাটিল, কত যে কথা ছিল,
কত যে মনের আশা মন-মাঝে রহিল ;
কী লয়ে থাকব বলো তুমি যদি রইলে ভুলে ?
বঁধু আমার !

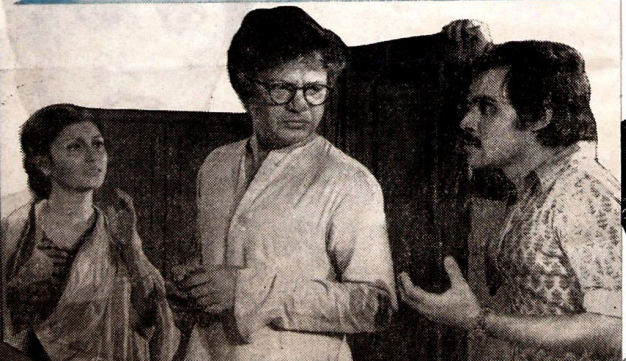

( ২ )

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
কণ্ঠ : অনুপ ঘোষাল।

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
কোরোনা বিড়ম্বিত তারে॥
আজি খুলিয়ো হৃদয়দল খুলিয়ো,
আজি ভুলিয়ো আপন পর ভুলিয়ো,
এই সঙ্গীত মুখরিত গগনে
তব গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলিয়ো।
এই বাহির ভুবনে দিশা হারায়ে
দিয়ো ছড়ায়ে মাধুরী ভারে ভারে॥
একি নিবিড় বেদনা বনমাঝে
আজি পল্লবে পল্লবে বাজে—
দূরে গগনে কাহার পথ চাহিয়া
আজি ব্যাকুল বসুন্ধরা সাজে।
মোর পরাণে দখিন বায়ু লাগিছে,
কারে দ্বারে দ্বারে কর হানি মাগিছে
এই সৌরভ বিহ্বল রজনী
কার চরণে ধরনী তলে জাগিছে।
ওহে সুন্দর, বল্লভকান্ত,
তবে গম্ভীর আহ্বান কারে॥

# যদুবংশের যুগ শেষ হয়নি

আজও বুঝি আজও জানি রক্তে আর চেতনার পরতে পরতে
কোথায় কখন যেন হারায়েছে আমাদের মঙ্গলের শঙ্খধ্বনি আর
পুরাতনী পঞ্চপ্রদীপ :
তমসার তীরে কারা কৃষ্ণপক্ষ করিছে জরীপ—
হারায়েছে ধানসিঁড়ি নদী আর হৃদয়ের দারুচিনি দ্বীপ।
সূর্যবলয়গ্রাসে :
ওরা সব গ্রহণের অশুভ ছায়ায়
নদীর জঠরে খোঁজে
মাতৃগর্ভ খুঁজে ফেরে কিসের মায়ায়!
আবার আসিব ফিরে—
কুরুক্ষেত্র শান্ত হলে, সমাহিত গণনাথ ঘিরে
একটি একটি ক'রে চিরসত্য বিশ্বাসের নীড়ে॥

দাওয়ার পিকচার্স এণ্ড ডিষ্ট্রিবিউটার্স, ৩, সাকলাত প্লেস, কলিকাতা-১৩ হইতে
সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩ কর্তৃক মুদ্রিত।